REGIONAL NEWS UNIT
ALL INDIA RADIO, AGARTALA
Date: 28-05-2024
Time: 07:55-08:05 PM Hrs
BENGALI EVENING BULLETIN

Headlines :

(১) ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে ও অতি ভারী বৃষ্টির ফলে রাজ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলমগ্ন, ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ চলছে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ।

(২) মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসন সব ধরনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

(৩) বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে দ্রুত স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে রাজ্যের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন ।

(৪) প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, উপকূলরক্ষী বাহিনীর সক্রিয় উদ্যোগের ফলে রেমাল ঘূর্ণিঝড়ে সমুদ্রে কোনও জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি ।

****
*

Sushanta Choudhury :

ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রাজ্য জুড়ে ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে বহু গাছপালা এবং বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙ্গে পড়েছে। এর জেরে রাজধানী থেকে শুরু করে রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় বিদ্যুৎ পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছে, পরিষেবা স্বাভাবিক করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীরা। বৃষ্টির জেরে রাজ্যের কিছু কিছু জায়গায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মানুষের বাড়ি ঘরে জল প্রবেশ করেছে। বহু জায়গায় ধানের জমি এবং ফসলের জমিও জলের তলায় তলিয়ে গিয়েছে। রাতে পাহাড়ি এলাকায় ভারী বৃষ্টিপাত হয়েছে। ফলে হাওড়া নদী সহ অন্যান্য নদীর জলস্তর অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিম জেলার অন্তর্গত বলদাখাল জিরানিয়া খয়েরপুর ইত্যাদি জায়গার নিচু এলাকার বাড়িঘরে জল প্রবেশ করেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ প্রশাসনের আধিকারিকরা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন।

জিরানিয়া মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে থেকে জলমগ্ন এলাকা থেকে লোকজনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে আনার জন্য তিনটি নৌকাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এনডিআরএফ টিম এই কাজ করছেন। তিনি বলেন ভয়ের কোন কারণ নেই মানুষের কোনরকম অসুবিধা যেন না হয় সেই লক্ষ্যেই প্রশাসন কাজ করছে।

****

Water Level of River is increasing :

ঘূর্ণিঝড় "রেমাল" এর প্রভাবে দু'দিনের অবিরাম বর্ষণে ঊনকোটি জেলার মনু ও দেও নদীতে জলস্ফীতি দেখা দিয়েছে। অনেক নীচু

এলাকা জল প্লাবিত হয়েছে। গ্রীষ্মকালীন শাক-সব্জীর ক্ষতির সম্ভাবনা।

এদিকে কৈলাশহরের শহর এলাকার নানাস্থান জলমগ্ন দাঁড়িয়ে আছে। পাম্পের সাহায্যে জল নিষ্কাশনের কাজ চলেছে। কৈলাশহর ও কুমারঘাট দু'টি মহকুমা মিলে মোট দশটি ত্রান শিবির খোলা হয়েছে। কৈলাশহর মহকুমার তিনটি ত্রানশিবিরে 118 পরিবারের 458 জন মানুষ আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে কুমারঘাট মহকুমার সাতটি শিবিরে 73টি পরিবারের 313 জন বন্যাদুর্গত মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের জেলা প্রোগ্রাম আধিকারিক শুভজিৎ নাথ আজ বিকালে জানান, প্রবল বর্ষণে জেলাতে 15টি বসতঘর আংশিক ক্ষতিসাধিত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একটি ঘর। সাতটি ঘর মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

এদিকে ঊনকোটি জেলার জেলা শাসক দিলীপ কুমার চাকমা আজ আকাশবাণীর জেলা সংবাদ প্রতিনিধি অনুপম ভট্টাচার্যকে জানান, উদ্ভুত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রশাসনিকভাবে যথাযথ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মনু ও দেও নদীতে জলস্তর বিপদসীমার নীচে রয়েছে। তিনি জানান, আজ তাঁর নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক টিম বিভিন্ন এলাকা বিশেষকরে বাঁধের অবস্থা সরজমিনে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

****

Cyclonic storm-Sepahijala :

আমাদের সিপাহীজলা জেলার সংবাদদাতা অভিজিৎ বর্ধন জানিয়েছেন, গোটা জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বহু মানুষের ঘর-

বাড়ি। ভূপতিত হয় বহু গাছপালা। বিদ্যুতের খুঁটির উপর বড় বড় গাছ পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিদ্যুৎ পরিষেবা। সকালে ঝড়-বৃষ্টি থামতেই জেলা ও মহকুমা প্রশাসনের লোকজনের পাশাপাশি SDRF, TSR, বনদপ্তর সহ দুর্যোগ মোকাবেলা বাহিনীর কর্মীরা হাত লাগান উদ্ধার ও ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের কাজে। জেলার অন্তর্গত বিশালগড় মহকুমার মহকুমা শাসক রাকেশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন গোটা মহকুমায় ১৩টি ঘর আংশিক ও ১২টি ঘর সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সোনামুড়া মহকুমা শাসক অরূপ দেব জানিয়েছেন ঝড়ের কারণে গোটা মহকুমায় ২০টি ঘর আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জম্পুইজলার মহকুমা শাসক সুমিত পান্ডে জানিয়েছেন জম্পুইজলা মহকুমায় ৩০টি ঘর আংশিক ও ১৫টি ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

****

Ramel-CM :

মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত হলেও পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসন সব ধরনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। তিনি জানান, দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়াতেও নিরলসভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন NDRF, বিদ্যুৎ কর্মীগণ ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবার সঙ্গে সংযুক্ত কর্মীরা।

****

Power Minister-Press Meet :

বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ সচিবালয়ের সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে গতকাল রাজ্যের বিদ্যুৎ

পরিষেবা অনেকটাই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘূর্ণিঝড়ের এই তান্ডবের মধ্যেও বিদ্যুৎ নিগম যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আগরতলা সহ সারা রাজ্যে ৬৮৬টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙ্গে গেছে, ২৩৪ কিমি বিদ্যুতের তার ছিড়ে গেছে এবং ৮২টি ট্রান্সফরমার বিকল হয়ে গেছে।

বিদ্যুৎমন্ত্রী আরো জানান, রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে দ্রুত স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে প্রতিটি মহকুমায় ৩-৪টি টিম তৈরী করা হয়েছে। তারা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে আগরতলা ডিভিশনে বিদ্যুৎ সারাইয়ের কাজ আজকের মধ্যে ৮০ শতাংশ এবং মফস্বলে ৫০ শতাংশ করা যাবে বলে বিদ্যুৎমন্ত্রী আশা ব্যক্ত করেন। রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিষেবাকে দ্রুত স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে রাজ্যের জনগণের সার্বিক সহযোগিতা চেয়েছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী।

****

DM on Remal Effect :

পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডঃ বিশাল কুমার জানিয়েছেন ঘূর্ণিঝড় রেমাল এর প্রভাবে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জেলা প্রশাসন। তিনি জানান শ্রীলংকা বস্তি, কাটাখাল সহ বিভিন্ন নিচু এলাকাগুলিতে জল জমেছে। এখন পর্যন্ত ২৮০জনের মত মানুষ শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। জেলাশাসক জানান ১০টি শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে। তাছাড়া সদর মহকুমা ও জেলাতে প্রায় ৫০টির মত ঘর আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ২-৩টি

ঘর সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নদীর জলস্তর বৃদ্ধির দিকেও প্রতিনিয়ত নজর রাখা হচ্ছে বলে জানান ডঃ কুমার।

****

All Party Meeting :

কৈলাশহরের মহকুমা শাসক কার্যালয়ে আজ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের ভোটগননা বিষয়ে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন, পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার তথা কৈলাশহরের মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার। বৈঠকে বি,জে,পি, C.P.I(M), কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। বৈঠকে জানানো হয়, আগামী চৌঠা জুন কৈলাশহর মহকুমার ভোটগণনা করা হবে স্থানীয় রাধাকিশোর ইনষ্টিটিউশনে। এখানে থাকবে মোট বারোটি গননা টেবিল। গননা কেন্দ্রে থাকবে ত্রি-স্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। বৈঠক শেষে কৈলাশহরের মহকুমা শাসক তথা পূর্ব ত্রিপুরা সংসদীয় আসনের সহকারী রিটার্নিং অফিসার প্রদীপ সরকার জানান, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগণনাপর্ব সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় সবধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে গননা করা হবে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলো সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

****

ICG :

ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী, ICG, ঘূর্ণিঝড় - 'রেমাল' থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যের সংস্থাগুলির সঙ্গে অনুকরণীয় সমন্বয় প্রদর্শন করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে যে, উপকূলরক্ষী বাহিনীর এই উদ্যোগের ফলে সমুদ্রে কোনও জীবন বা সম্পত্তির ক্ষতি হয়নি এবং পরিস্থিতি কার্যকরভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। হলদিয়া এবং পারাদ্বীপে ICG এর রিমোট অপারেটিং স্টেশন থেকে সময়মত সতর্কতা সম্প্রচার করা হয়েছিল এবং মাছ ধরার নৌকা এবং বাণিজ্য জাহাজগুলিকে সতর্ক করা হয়েছিল।

ল্যান্ডফলের পরে, ICG জাহাজ ভারাদ দ্রুত ঘূর্ণিঝড়-পরবর্তী মূল্যায়ন করার জন্য পারাদ্বীপ থেকে যাত্রা করে। এছাড়াও দুটি ডর্নিয়ার বিমান ভুবনেশ্বর থেকে আকাশে উঠে উত্তর বঙ্গোপসাগরে ব্যাপক নজরদারি চালায়।

****

Gomati, Remal :

ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে প্রবল বৃষ্টিতে গতকাল মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের উদয়পুর কুঞ্জবন পঞ্চায়েতের ড্রপগেইট দশমী ঘাট থেকে বনদুয়ার শর্মাপাড়া যাওয়ার রাস্তাটির ৯০শতাংশ গোমতী নদীতে তলিয়ে যায়। দুর্ঘটনা এড়াতে তৎক্ষণাৎ ঐ রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা ঐ রাস্তা পরিদর্শন করেন। মাতাবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুজন কুমার সেন জানিয়েছেন, রাস্তার সারাইয়ের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হবে।

****

Remal-Dhalai :

ধলাই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা সাজু ওয়াহিদ এ জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে গতকাল সন্ধ্যা থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কমলপুরে ধলাই নদীর জল অনেকটাই বেড়েছে। যারা নদীর পাড়ে বসবাস করছেন তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। খোলা হয়েছে সেল্টার হাউস। তিনি জানান, রেমালের প্রভাবে জেলায় তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

****

Cyclone, Khowai :

আমাদের জেলা সংবাদদাতা আশীষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে গতকাল রাত দশটা থেকে আজ ভোর চারটা পর্যন্ত একটানা ঝড় ও বৃষ্টিতে খোয়াই, কল্যাণপুর এবং তেলিয়ামুড়া অঞ্চলজুড়ে বহু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি, মাটির ঘর ভেঙ্গে পড়েছে এবং গবাদিপশুর মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং পানীয় জলের পরিষেবা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পড়েছে খোয়াই মহকুমায়। আজ সকাল থেকে খোয়াই নদীর জল স্তর বিপদ সীমার উপর দিয়ে বইছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোয়াই নদীর আশপাশ অঞ্চলে বসবাসকারী জনগণকে দ্রুত সুরক্ষিত স্থানে চলে যাবার নির্দেশ জারি করা হয়। বিদ্যুৎ নিগমের খোয়াই ডিভিশন টেনের ডিজিএম সাবেন্দ্র দেববর্মা জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ সারাই কর্মীরা যুদ্ধকালীন তৎপরতায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক করে তুলতে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। খোয়াই জেলা প্রশাসন জানিয়েছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে।

****

Post effect of Ramel :

আমাদের উত্তর জেলার সংবাদদাতা কৌস্তভ ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, ঘূর্ণিঝড় রেমালের প্রভাবে রবিবার বিকেল থেকে শুরু হওয়া একটানা বৃস্টিপাতের কারণে উত্তর জেলার বিভিন্ন নিচু এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। আজ সকাল থেকেই ধর্মনগর শহর সংলগ্ন কামেশ্বর, সাকাইবাড়ি, আলগাপুর, শিববাড়ি ছড়ার পাড় সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানুষের ঘর বাড়িতে বৃষ্টির জল ঢুকেছে। গোটা জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃস্টিপাত অব্যাহত রয়েছে। কুর্ত্তি কদমতলার ব্যাপক অঞ্চল প্লাবিত।

দমকা হওয়া এবং বজ্রপাত না থাকায় বিদ্যুত পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।

****

PM, Savarkar :

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর সাভারকরকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি বলেছেন যে বীর সাভারকর, মাতৃভূমির সেবায় তাঁর জীবন উৎসর্গ করার জন্য সর্বদা দেশবাসীর কাছে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবেন।

****

Remal-South :

রেমাল-র তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত বিলোনিয়া বিধানসভার বিভিন্ন এলাকা আজ পরিদর্শন করলেন বিধায়ক দীপংকর সেন। তিনি বিলোনিয়া

শহরের কালিনগর এলাকায় জোলাইবাড়ি-বিলোনিয়া জাতীয় সড়ক নির্মানের কারনে বাড়িঘর সড়ক থেকে নীচু হয়ে যাওয়া বাড়িগুলিতে গিয়ে বাড়িগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে তহশীলদার, টাউন সুপারভাইজার ও বিপর্যয় মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেন। কালীনগর এলাকার এই সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য বিলোনিয়া পুর পরিষদের নির্বাহী আধিকারিক লিংকু লেথারের সঙ্গেও কথা বলেন বিধায়ক দীপংকর সেন।

****

Weather :

উত্তর এবং উনকোটি জেলায় আগামী চব্বিশ ঘণ্টায় বজ্র বিদ্যুত সহ ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত সঙ্গে ঘন্টায় পঞ্চাশ থেকে ৬০ কিলোমিটার সর্বোচ্চ ৭০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হওয়া বয়ে যেতে পারে বলে আজ আবহাওয়া দপ্তরের পক্ষ থেকে সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ধলাই জেলাতেও বজ্র বিদ্যুত সহ ভারী বৃষ্টিপাত সঙ্গে পঞ্চাশ থেকে ৬০ কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ঊ নকোটি জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমান ২৫২.৪ মিলিমিটার, উত্তর জেলায় ২৪২ মিলিমিটার, ধলাই জেলায় ২৩৮.২ মিলিমিটার ও পশ্চিম জেলায় ২২৯ মিলিমিটার। তাছাড়া খোয়াই জেলায় ১৯৯.২ মিলিমিটার, গোমতি জেলায় ১৯৮.২ মিলিমিটার, সিপাহীজলা জেলায় ১৮৭.২ মিলিমিটার এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৬৮ মিলিমিটার। রাজ্যে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২১৪.২ মিলিমিটার।

****